তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮৪

**পরিকল্পনা কমিশন ও পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক ভবন উদ্বোধন**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

 আজ পরিকল্পনা কমিশন ও পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসিক সংকট নিরসনের জন্য ঢাকার আগারগাঁওয়ের তালতলায় ১৫ তলাবিশিষ্ট ৪টি আবাসিক ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

 পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান প্রধান অতিথি হিসেবে এ ভবনগুলোর উদ্বোধন করে বরাদ্দ প্রাপকদের মাঝে ফ্ল্যাটের চাবি হস্তান্তর করেন।

 একশ’ এক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৮০০ ও ৬৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের চারটি ভবনে ২২৪টি পরিবার আবাসিক সুবিধা পাবেন ।

 পরিকল্পনা বিভাগের সচিব মোঃ নুরুল আমিন-সহ অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদ/ইসরাত/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮৩

**বাংলাদেশের সাথে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি প্রতিপালনের**

**জন্য মিয়ানমারকে আহ্বান জানাল জাতিসংঘ**

জেনেভা, ২৬ সেপ্টেম্বর :

‘মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্মম নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গাদের জন্য সীমানা উন্মুক্ত করে দেন। তবে দু’বছর পেরিয়ে গেলেও মিয়ানমার অদ্যাবধি উত্তর রাখাইনে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে।’ আজ জেনেভায় মানবাধিকার পরিষদের চলতি ৪২তম অধিবেশনে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি শামীম আহসান তাঁর বক্তব্যে এ কথা বলেন।

উক্ত অধিবেশনে এ বিষয়ে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বাংলাদেশের সাথে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে পূর্ণ নিরাপত্তা ও সম্মানের সাথে নিজেদের আবাসস্থলে ফেরত যেতে উৎসাহিত করার জন্য জাতিসংঘ মিয়ানমারকে আহ্বান জানিয়েছে। একই সাথে মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় প্রদান করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করে বাস্তচ্যুত রোহিঙ্গারা ফেরত না যাওয়া পর্যন্ত এ গুরুভার বহনে বাংলাদেশের সাথে অংশীদার হওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখার আহ্বান জানানো হয়।

বাংলাদেশের উদ্যোগে ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবৃন্দ যৌথভাবে ‘রোহিঙ্গা মুসলিম ও মিয়ানমারের অন্য সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার পরিস্থিতি’ শীর্ষক এ প্রস্তাবটি চূড়ান্ত করেন।

প্রস্তাবটি আজ (বৃহস্পতিবার) জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদে উত্থাপিত হলে চীনের প্রতিনিধি প্রস্তাবটির ওপর ভোট গ্রহণের দাবি জানান। প্রস্তাবটি ৩৭-২ ভোটে গৃহীত হয়। ৭টি দেশের প্রতিনিধি ভোটদানে বিরত থাকেন।

গৃহীত এ প্রস্তাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যৌন অপরাধসহ সকল প্রকার নির্মম নির্যাতন, মানবতা-বিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের মানবাধিকার লঙ্ঘন সংশ্লিষ্ট সকল আন্তর্জাতিক বিধান ও আন্তর্জাতিক বিচার প্রক্রিয়া তথা জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য তদন্ত প্রক্রিয়া জোরদার করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরূদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)-তে বর্তমানে চলমান প্রক্রিয়ার পাশাপাশি গাম্বিয়া ও বাংলাদেশের যৌথ নেতৃত্বে গঠিত ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার ‘এড-হক মিনিস্টেরিয়াল কমিটি’কর্তৃক আন্তর্জাতিক আদালত (আইসিজে)’র শরণাপন্ন হওয়ার উদ্যোগকে বিশ্ব পরিসরে উৎসাহিত করা হয়েছে।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/মোশারফ/সেলিম/২০১৯/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮২

**সেবা খাতের আরো উন্নয়ন ঘটাতে হবে**

 **--- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

 জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, সরকারের লক্ষ্য একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া। এই লক্ষ্য অর্জনে উৎপাদন খাতের পাশাপাশি সেবা খাতের আরো উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

 আজ ঢাকায় সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৩তম বিশেষ সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ফয়েজ আহম্মদ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারি হাসপাতালগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক সময় ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে মানুষের মাঝে আস্থাহীনতার সৃষ্টি হয়। ফলে অনেকেই চিকিৎসার জন্য বিদেশে যান। এতে দেশের অর্থ বাইরে চলে যায়, যা দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। প্রতিমন্ত্রী তাই যথাযথ ও উন্নত সেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসক ও নার্সদের প্রতি আহ্বান জানান।

 প্রতিমন্ত্রী এ সময় প্রতিটি হাসপাতালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি পর্যাপ্ত অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি সুবিধা নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

#

শিবলী/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮১

**যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে**

 **-- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সচিব**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব এস এম আরিফ-উর-রহমান বলেছেন, জাতীয় পতাকা দেশের প্রতীক স্বরূপ। জাতীয় পতাকার অবমাননা কোনোভাবেই কাম্য নয়। আসন্ন বিজয় দিবস-সহ জাতীয় দিবসসমূহে যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে।

আজ ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মহান বিজয় দিবস-২০১৯ উদ্যাপন উপলক্ষে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সভায় সভাপতির বক্তৃতায় সচিব এসব কথা বলেন।

আরিফ-উর-রহমান বলেন, এবার দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে ক্রোড়পত্র প্রকাশের পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণীর ভিডিও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিজয় দিবস উদ্যাপনের অংশ হিসেবে ভারত ও রাশিয়ার War Veteran দের সস্ত্রীক আমন্ত্রণ জানানো হবে। জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রদর্শনীর জন্য উড়ন্ত হেলিকপ্টারে ভারতীয় বাহিনীর হেলিকপ্টার যোগদান করবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে এবং দেশের সঠিক ইতিহাস জানাতে শিক্ষার্থীদের বিনা টিকিটে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র ও সরকারি জাদুঘর দেখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মোঃ শহীদুল হক ভূঞা এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৮০

**কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ শিল্পমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

কোরবানির মৌসুম-সহ বছরজুড়ে কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন জেলায় গোডাউন স্থাপন করা হবে। এ লক্ষ্যে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন।

আজ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২০১৯-'২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে গৃহীত প্রকল্পসমূহের আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ নির্দেশ দেন। শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার।

শিল্পমন্ত্রী দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে যৌথভাবে কাজ করার জন্য বিসিককে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন, বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা আছে এমন প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্পের কাজ দিতে হবে। জমি অধিগ্রহণের কারণে কোনো প্রকল্পের কাজ যাতে দেরি না হয় সে বিষয়ে সচেতন থাকার জন্য তিনি প্রকল্প পরিচালকদের নির্দেশ দেন। এছাড়া রাসায়নিক পণ্য সংরক্ষণের জন্য ৩টি রাসায়নিক গুদাম নির্মাণের কাজ দ্রুত দৃশ্যমান করার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেন।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৪টি চিনিকলের জন্য বর্জ্য শোধনাগার প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। চিনিকলসমূহকে লাভজনক করতে বহুমুখী পণ্য উৎপাদনের কোনো বিকল্প নেই। প্র্রতিমন্ত্রী এ সময় একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে পরিকল্পনা শিল্প মন্ত্রণালয় অনুবিভাগ গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় জানানো হয়, অত্যন্ত সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্পের উন্নয়নে ৫০ বছরের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। সাভারে চামড়া শিল্পনগরীর কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার প্ল্যান্ট বা সিইটিপির কাজ এ বছরের অক্টোবর মধ্যে শেষ হবে। কঠিন বর্জ্যরে জন্য ডাম্পিং নির্মাণের ডিজাইনের কাজ চলছে।

#

মাসুম/মাহমুদ/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৭৯

**পঞ্চগড় থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিভিন্ন নদী খনন করা হবে**

 **-- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, পঞ্চগড় থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত নৌপথ সংযোজনের লক্ষ্যে পুনর্ভবা, আত্রাই, পদ্মা, গড়াই নদী-সহ অন্যান্য নদী খনন করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বিশ্ব নৌ দিবস উপলক্ষে মিরপুরের মিলিটারি ইনস্টিটিউট অভ্ সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি)-তে ‘বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং নৌপরিবহনের অগ্রগতি’ শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে নৌবাহিনীর বহরে সাবমেরিন ও ফ্রিগেড যুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) এর জন্য আরো ১০টি জাহাজ সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ অনেক জাহাজ দেশীয় জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করছে। দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী যুগোপযোগী কর্মসূচি দিচ্ছেন। নেভাল আর্কিটেক্টদের উদ্দেশে তিনি বলেন, হতাশা নয়, বাংলাদেশের নেভাল আর্কিটেক্টরা কর্মদক্ষতা দিয়ে বিশ্বে জায়গা করে নিবে, বাংলাদেশকে তুলে ধরবে।

এমআইএসটি’র নৌযান ও নৌযন্ত্র কৌশল বিভাগ আয়োজিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এমআইএসটি’র কমান্ডেন্ট মেজর জেনারেল মোঃ ওয়াহিদ-উজ-জামান।

দেশের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তর, ডকইয়ার্ড, শিপইয়ার্ড, ক্ল্যাসিফিকেশন সোসাইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সহ জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও নৌপরিহনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৭৮

**শেখ হাসিনার সাহস আছে বলেই অন্যায়কারীকে ধরেন**

 **--- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

 ক্যাসিনো ও জুয়ার বিরুদ্ধে চলমান অভিযানের বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহস আছে, অন্যায় যারা করে তাদের ধরার। সে যে দলেরই হোক, যে কেউ হোক।

 আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবের মানিক মিয়া হলে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত ‘ইনডেমনিটি - এক কালো অধ্যায়, ভুলিনি এবং ভুলবো না’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, আজ বিএনপির লোকেরা ক্যাসিনো নিয়ে অনেক বেশি সোচ্চার। অথচ যারা এতিমের টাকা মেরে খায়, বিএনপি তাদের বাদ দেওয়ার সাহস করতে পারে না। যারা দুর্নীতি করে, তাদের বিরুদ্ধে একমাত্র শেখ হাসিনাই অ্যাকশন নিতে পারেন। তিনিই পারেন বাংলাদেশকে দুর্নীতি মুক্ত করতে।

 আনিসুল হক বলেন, শেখ হাসিনা আইনের শাসন মানেন বলেই আইনের মাধ্যমে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ যে একটি কালো আইন সেটা প্রমাণ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং প্রমাণ করেছেন। শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচার করিয়েছেন। জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার, যুদ্ধাপরাধী এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ যারা করেছেন তাদের বিচার হয়েছে শেখ হাসিনার কারণে।

 বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের উদ্দেশে তিনি বলেন, প্রতি বছর ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে কালো দিবস পালন করার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে সেই দিবস পালন করা এবং শেষ হবে ১২ নভেম্বর। ১২ নভেম্বর শেষ হবে কারণ ১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর ইনডেমনিটি আইনটা বাতিল করা হয়।

 সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন অভিনেতা ড. এনামুল হক, আজিজুল হাকিম, রিয়াজ, আমিরুল হক চৌধুরী ও মান্নান হিরা।

#

রেজাউল/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৭৭

**অর্থবছরের শুরু থেকেই প্রকল্প বাস্তবায়নের হার বাড়াতে হবে**

 **-- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক বলেছেন, অর্থবছরের শুরু থেকেই প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার বাড়াতে হবে। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প শেষ করার জন্য প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্পের শুরু থেকেই উদ্যোগী হতে হবে।

আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 বলেন, প্রকল্প বাস্তবায়নে গুণগত মানসম্পন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় বিধি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া প্রকল্প সমাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করে একনেক থেকে পাশকৃত অর্থ খরচের মাধ্যমে প্রকল্প যথা সময়ে সম্পন্ন করতে সবাইকে সঠিকভাবে কাজ করতে হবে।

উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের এডিপিভুক্ত মোট ৩১টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ৬শ’ কোটি টাকা। এডিপিভুক্ত মোট ৩১টি প্রকল্পের মধ্যে বস্ত্র অধিদপ্তর ষোলটি, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড ছয়টি, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড তিনটি, পাট অধিদপ্তর একটি, বিজেএমসি তিনটি ও বিএসআরটিআই একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, অতিরিক্ত সচিব গুলনার নাজমুন নাহার-সহ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন ।

#

সৈকত/ফারহানা/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৭৬

**বৈদেশিক কর্মসংস্থানে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে তৃণমূল পর্যায়ে পত্র দেওয়া হচ্ছে**

 **--- ইমরান আহমদ**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ বলেছেন, বৈদেশিক কর্মসংস্থানে হয়রানি, প্রতারণা ও ঝুঁকি এড়াতে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে তৃণমূল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি পর্যন্ত পত্র দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, প্রবাসী কর্মীদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদানে মন্ত্রণালয় সদা সচেষ্ট।

 আজ জাতীয় সংসদ ভবনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৫ম বৈঠকে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি।

 প্রবাসী কর্মীরা যাতে প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা সঠিক সময়ে পায় সে ব্যাপারে বৈঠকে সদস্যরা বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও তাঁরা বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি কর্মীদের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করতে লেবার উইংয়ের জনবল বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন। অবৈধ অভিবাসনকে নিরুৎসাহিত করতে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে এবং বিমানবন্দরে নারী কর্মীরা যাতে সঠিক সেবা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখার ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন।

 বৈঠকের শুরুতে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম নিয়ে এর মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ জুলহাস একটি সংক্ষিপ্ত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন।

 বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক আলী আশরাফ, মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, মৃণাল কান্তি দাস, পংকজ নাথ, সাদেক খান, আয়েশা ফেরদৌস এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব রৌনক জাহান।

#

রাশেদুজ্জামান/মাহমুদ/মোশারফ/জয়নুল/২০১৯/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৭৫

**পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

 শিল্পমান সমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকারি অনুদান প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে কাহিনী ও চিত্রনাট্য বাছাইয়ের জন্য বাংলাদেশি প্রযোজক, পরিচালক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাদার প্রতিষ্ঠান, লেখক ও চিত্রনাট্যকারদের কাছ থেকে গল্পের মূল কাহিনী, চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্র নির্মাণের সার্বিক পরিকল্পনা এবং শিল্পী ও কলা-কুশলীদের তালিকা-সহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাব আহ্বান করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়।

 অনুদানের বিস্তারিত শর্তাবলীর বিজ্ঞপ্তি আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হবে।

#

ইকরামুল/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৭৪

**চলতি অর্থবছরে শতভাগ প্রতিবন্ধীকে ভাতার আওতায় আনার পরিকল্পনা - সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, সরকার চলতি অর্থবছরে শতভাগ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে ভাতার আওতায় আনার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী প্রতিবন্ধী জরিপ কর্মসূচী চলমান রয়েছে। প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সকল ধরনের প্রতিবন্ধীদের পূণর্বাসনে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর জাতীয় নাক-কান-গলা ইনস্টিটিউটে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের মাঝে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট বরাদ্দপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 জাতীয় নাক-কান-গলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মো. আবু হানিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডা. প্রাণ গোপাল দত্ত ও সামরিক চিকিৎসা মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. ফসিউর রহমান।

 মন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধীরা এক সময় ছিল সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠী । পরিবার ও সমাজ তাদেরকে বোঝা মনে করতো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক উদ্যোগে প্রতিবন্ধীরা এখন সমাজের মূল স্রোতে এসেছে। তারা সকল ধরনের নাগরিক সুবিধা ভোগ করছে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের যথাযথ চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে সরকার কাজ করছে। কক্লিয়ার ইমপ্লান্টের মাধ্যমে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিতে আগামীতেও এ খাতে সরকার প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রাখবে।

 পরে মন্ত্রী শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের মাঝে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট বরাদ্দপত্র বিতরণ করেন।

#

জাকির/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০১৯/১৬৩১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৭৩

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পোস্টার বাছাইয়ে সভা**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র কার্যালয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ‘পোস্টার বাছাই কমিটি’র সভা অনুষ্ঠিত হয়। চিত্রশিল্পী রফিকুন নবী’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি’র প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

 আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত পোস্টার ডিজাইন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন সারাদেশের তিন শতাধিক প্রতিযোগী। পোস্টার ডিজাইন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ৩০ আগস্ট।

 বঙ্গবন্ধুর বিশাল হৃদয়ে বাংলাদেশ আর দেশের মানুষ ঠাঁই নিয়েছে পরম মমতায়। কোথাও তিনি দ্রোহী, স্বাধীনতার ঘোষণায় উজ্জীবিত তাঁর তর্জনী। এভাবে জন্মশতবার্ষিকীর পোস্টারে বঙ্গবন্ধু উঠে এসেছেন নানান মাত্রায়।

 সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, সব্যসাচী হাজরা, ফারজানা আহমেদ, মহিবুর রহমান এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইসতাক হোসেনসহ জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন ।

#

নাসরীন/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০১৯/১৬২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬৭২

**সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় পর্যটন শিল্প এগিয়ে যাবে**

 **- পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প সমৃদ্ধ হবে। আজ ঢাকায় ‘৮ম এশিয়ান ট্যুরিজম ফেয়ার’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন ।

 বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১৯ কে সামনে রেখে আয়োজিত মেলাটি ২৬,২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে ইতোমধ্যে দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে। সরকার দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীকে পর্যটন খাতে বিনিয়োগ করার জন্য সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছে।

 তিনি বলেন, উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের নাগরিকদের ভ্রমণের প্রবণতা আগের থেকে অনেক বেড়েছে। বর্তমানে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি দেশের বাইরে ভ্রমণ করতে যান। প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্যমন্ডিত এই বাংলাদেশে এমন অনেক পর্যটন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিমসটেক এর মহাসচিব শহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত টিনা পি. সোয়েমার্নো, নেপালের রাষ্ট্রদূত ডঃ বাসুদেব মিশ্র, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান রাম চন্দ্র দাস, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ভূবন চন্দ্র বিশ্বাস।

#

তানভীর/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০১৯/১৫৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৭১

**ডেঙ্গু পরিস্থিতি**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের তথ্য অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ৩৮৮ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকায় ১১৭ জন।

 প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী গত জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত সারা দেশে ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিয়ে চলে গেছেন ৮৪ হাজার ৬১৫ জন, যা হাসপাতালে ভর্তিকৃত ডেঙ্গু রোগীর প্রায় ৯৮শতাংশ। বর্তমানে সারাদেশের হাসপাতালগুলোতে ভর্তিকৃত ডেঙ্গু রোগী আছেন ১ হাজার ৭০৪ জন। এ যাবত ৭৫ জনের মৃত্যু ডেঙ্গুজনিত বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।

#

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/জসীম/শামীম/২০১৯/১৫০৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬৭০

**বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠক**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির 6ষ্ঠ বৈঠক কমিটির সভাপতি মির্জা আজমের সভাপতিত্বে আজ সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, রনজিত কুমার রায়, শাহীন আক্তার, আব্দুল মমিন মন্ডল, খাদিজাতুল আনোয়ার এবং তামান্না নুসরাত (বুবলী) বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

 বৈঠকে শেখ হাসিনা নকশী পল্লী; শেখ হাসিনা বিশেষায়িত জুটমিল, জামালপুর; শেখ হাসিনা তাঁত পল্লী; শেখ হাসিনা সোনালী আঁশ ভবন; শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ানিং কলেজ, মাদারীপুর ও জামালপুর; সোনালী ব্যাগ প্রকল্প ও ভিসকস প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং প্রকল্পসমূহ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করার সুপারিশ করা হয়।

 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিজেএমসির চেয়ারম্যান, বস্ত্র ও পাট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

#

নীলুফার/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০১৯/১৫০৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৬৯

**সবার জন্য সাশ্রয়ী এবং আধুনিক জ্বালানি সেবা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর**

 **- জ্বালানি** **উপদেষ্টা**

টোকিও, ২৬ সেপ্টেম্বর :

 ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে সবার জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য এবং আধুনিক জ্বালানি সেবার অধিকার নিশ্চিত করতে সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজ জাপানের টোকিওতে অনুষ্ঠিত ‘দ্য এলএনজি প্রডিউসার-কনজুমার কনফারেন্স-২০১৯’ এ একথা বলেন প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই-এলাহি চৌধুরী।

 এলএনজি বিষয়ক অন্যতম বৃহৎ এই সম্মেলনে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এসময় উপদেষ্টা বাংলাদেশের জ্বালানী নীতি ও পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের অর্জিত উন্নয়ন তুলে ধরেন।

 ২০১২ সাল থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসা তরলায়িত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) প্রস্তুতকারক ও ভোক্তাদের এই সম্মেলনের এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘কো-অপারেশন বিটুইন প্রডিউসার এন্ড কনজুমার টুওয়ারড নেক্সট ফিফটি ইয়ারস’। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এলএনজি উৎপাদনকারী ও ভোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময়ের পাশাপাশি এই গ্যাসের চাহিদা ও বাজার তৈরি এবং প্রসার ঘটানো এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য।

 সম্মেলনে জাপান, কাতার, অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ওমান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম-সহ বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ বক্তৃতা করেন।

 পরে উপদেষ্টা জাপানের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী হিরোশিগে সেকো’র সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। বৈঠককালে তিনি বাংলাদেশের অগ্রগতিতে অব্যাহত সহায়তা প্রদানের জন্য জাপানের সরকার ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাংলাদেশের প্রচুর সম্ভাবনাময় তেল-গ্যাস ও প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ উত্তোলনে জাপানের সহায়তা কামনা করেন। এ সময় জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা উপস্থিত ছিলেন।

 এছাড়া উপদেষ্টা হাইড্রোজেন কনফারেন্সে যোগদান করেন এবং জাপান ইন্টারন্যাশনাল
কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)’র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জুনিচি ইয়ামাদা এবং জাপানের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

#

শিপলু/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/আসমা/২০১৯/১৪২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৬৮

**আদালত এজলাসে জাতির পিতার প্রতিকৃতি প্রদর্শনে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশনা**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

 দেশের অধঃস্তন আদালতের সকল এজলাস বা কোর্টরুমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি টানানো ও সংরক্ষণের নির্দেশনা প্রদান করেছে সুপ্রীম কোর্ট।

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্প্রতি এ সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করেছে।

 উল্লেখ্য, আদালত কক্ষে ছবি প্রদর্শনের নির্দেশনা চেয়ে করা রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২৯ আগস্ট সব আদালতে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের নির্দেশ দেয় সুপ্রীম কোর্ট।

#

রেজাউল/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১২০৩ ঘণ্টা

Handout Number : 3667

**Prime Minister’s message on the World Tourism Day**

Dhaka, 26 September :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of World Tourism Day-2019 :

 "I am happy to know that Bangladesh is celebrating 'World Tourism Day-2019' with huge enthusiasm like many other countries in the world.

 The theme of this year's day 'Tourism and Jobs: A better future for all' clearly indicates the importance of this labor-intensive industry for socio-economic development of the country.

 Tourism industry plays amajor role to sustain in this competitive global economy. There is no alternative to increase the skilled work force in the tourism-related services in order to transform this industry into the key driving force of the economy. In connection with that goal, our government is committed to increasing the skilled human resources in the tourism sector. Priority has been given to the creation of full and productive employment and attractive programs for all those mentioned in the UN Sustainable Development Goals (SDGs) by creating employment at various levels of the multi-purpose tourism industry and taking various steps to achieve stable, inclusive and sustainable economic growth.

 The government has relentlessly been working to transform Bangladesh into a land of economic development and tourism and thereby build a Golden Bangladesh as dreamt by the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I urge the private entrepreneurs to supplement the government efforts in this endeavor.

 I wish you all the success of World Tourism Day 2019.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Asraf/ Parikshit/Zulfikar/Asma/2019/1200 hours

Handout Number :3666

**President's message on the World Tourism Day**

Dhaka, 26 September:

 President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the World Tourism Day’:

"It gives me immense pleasure to learn that Bangladesh is observing ‘World Tourism Day’ in a befitting manner. The theme of the ‘World Tourism Day 2019’ is ‘Tourism and Jobs: A better future for all’. Tourism is a versatile labor-intensive industry. I think the theme of this year’s World Tourism Day is appropriate in this regard.

Tourism is a basic instinct of human being. Different culture, civilization, heritage and values are being enriched by exchanging social interaction through traveling to different places around the world. Bangladesh is blessed with huge tourism potential. We have a rich history, heritage and culture alongside sheer natural beauty. We have the longest natural beach and the largest mangrove forest in the world, antiquities and myriads of other tourist attractions. We have everything to become one of the most sought-after tourist destinations. The government is providing all out support to develop Bangladesh as an Exotic Tourist Destination. The ongoing Padma Bridge project will offer trouble-free connectivity with the vast southern coastal districts and the Sundarbans that will flourish the tourism industry in that area.

Tourism is one of the growing service sectors in world economy. It plays a great role in national economy by creating employment. It is possible to create large scale employment opportunities through desired development of our tourism industry. I hope, the tourism industry of Bangladesh would be able to reach its optimum destination through proper planning, efficient resource management and inclusive tourism.

I wish the observation of ‘World Tourism Day 2019’a grand success.

 Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/ Parikshit/Zulfikar/Shamim/2019/1206 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৬৬৫

**বিশ্ব পর্যটন দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “জাতিসংঘ বিশ্ব পর্যটন সংস্থা ঘোষিত ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১৯’ বাংলাদেশে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

 বিশ্ব পর্যটন দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'Tourism and Jobs: A better future for all' অর্থাৎ ‘ভবিষ্যতের উন্নয়নে, কাজের সুযোগ পর্যটনে’ যা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে শ্রমঘন শিল্প হিসেবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অবদানেরই বহিঃপ্রকাশ বলে আমি মনে করি।

 প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনীতিতে টিকে থাকার ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ শিল্পকে অর্থনীতির চালিকাশক্তিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে পর্যটন সংশ্লিষ্ট সেবাখাতসমূহে দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার পর্যটনখাতে দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধি এবং পর্যটন আকর্ষণীয় স্থানসমূহে আগত দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। বহুমুখী পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন স্তরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় উল্লিখিত সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের সমন্বিত ও সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যটন আকর্ষণীয় এলাকাসমূহে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে পর্যটকদের জন্য সুবিধাদি বৃদ্ধি এবং এ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সচেতন করার ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

 পর্যটন শিল্পে অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট সেবাখাতসমূহে দক্ষ জনবল তৈরির মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখার মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলব। এ ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি আমি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

 আমি বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১৯-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”

#

আশরাফ/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/জসীম/আসমা/২০১৯/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৬৬৪

**বিশ্ব পর্যটন দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১১ আশ্বিন (২৬ সেপ্টেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১৯ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১৯’ উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর বিশ্ব পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্য “ভবিষ্যতের উন্নয়নে; কাজের সুযোগ পর্যটনে”। পর্যটন একটি শ্রমঘন শিল্প যা এবারের পর্যটন দিবসের প্রতিপাদ্যে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 পর্যটন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের মাধ্যমে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি, সভ্যতা, ঐতিহ্য ও জীবনবোধ সমৃদ্ধ হয়। বাংলাদেশ পর্যটনের অফুরন্ত সম্ভাবনার একটি দেশ। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি আমাদের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি। রয়েছে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, পুরাকীর্তিসহ অসংখ্য পর্যটন আকর্ষণ। বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য হয়ে উঠার সকল উপাদান আমাদের রয়েছে। দেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে বর্তমান সরকার সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করছে। চলমান পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় জেলা ও সুন্দরবনের সাথে যোগাযোগ সহজ হওয়ার পাশাপাশি তা এ অঞ্চলের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করবে বলে আমি মনে করি।

 বিশ্ব অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধিষ্ণু সেবা খাতসমূহের মধ্যে পর্যটন অন্যতম। কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ জাতীয় অর্থনীতিতে পর্যটনের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। পর্যটন শিল্পের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি, যথাযথ পরিকল্পনা, দক্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

 আমি ‘বিশ্ব পর্যটন দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/শামীম/২০১৯/১২০৮ ঘণ্টা